দৈনিক বাংলা

045

তারিখ 16 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা, বোর্ডের বই ও ইত্যাদি

শিক্ষা বিষয়টা ক্রমাগত জটিলতর হচ্ছে। কোনোকালেই যে সহজ ছিল তা বলি না। সেই কবে কোনকালে শিক্ষা গাধা পিটিয়ে মানুষ করবার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। কিন্তু এখন শিক্ষার হাল দেখলে মনে হয়, সমাজে উলটো ব্যাপারই ঘটছে।

শিক্ষা নিয়ে সমাজের উভয় পক্ষই বড় ফ্যাসাদে আছেন—যারা মানুষ হতে চান তারা আর যারা তাদের মানুষ করবার দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন তারাও। কেউ নোট দেন, কেউ তা মুখস্থ করেন। কেউ নকল করেন, কেউ নকল ধরেন। কেন্দ্র পরিবর্তনের হিড়িক পড়লে কেন্দ্র বাতিলও হয়। কত রকমের পাল্টাপালটি ব্যবস্থা চালু হয়। হতেই থাকে। এমনি নিত্যনতুন ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত আছে। সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যটা কোন কাননের ফুল আর কোন গগনের তারার মত টিমটিম করছে। সব কাজেই ইনসেনটিভ লাগে, প্রেরণা, শি—ার হার ২৫ থেকে ২৬ শতাংশ হয়ে যায়। একদিন ঠিক ২৭ অথবা ২৮ও হয়ে যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দি রেইস। শুধু লেগে থাকতে হয় সেই গল্পের কচ্ছপের মত। তা আমরা লেগেই আছি। সবুরে মেওয়া ফলে। তাড়াহুড়োয় কাজ কি?

তবে কিছু কিছু কাজে একটু তাড়াহুড়ো করতে হয়। জীবন একটাই। তাও সংক্ষিপ্ত। অনন্তকাল সময় হাতে নিয়ে তো আমরা কেউ আসি না। যা করবার এই বেলা ঝটপট সেরে নিতে হয়। সাধ আহলাদ মিটিয়ে নিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই কিছু অভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি অভিযোগ করেছেন। একটা শক্তিশালী অদৃশ্য হাতের কথাও তারা বলেছেন। যার রহস্যময় ক্রিয়ায় সব অভিযোগ ধামাচাপা পড়ে। 'সব সঙ্গীত যায় ইঙ্গিতে থামিয়া'। দুর্নীতির বিরুদ্ধে গঠিত বোর্ডও কাজ করার সুযোগ পায়নি! ইন্টারেস্টিং বিষয়। তবে নতুন আর কি? বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেছেন ১৯৮৮ সালে

কণিকা মাহফুজ

বোর্ড কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেনি। সত্যি বলতে কি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের তেমন কোনো বক্তব্য নেই। জীবনে উন্নতি করতে চাইলে এমনকি টিকে থাকতে চাইলেও ও রকম একটু আধটু করতেই হয়। সার কথা। মাথায় কিছু বুদ্ধি থাকলে এবং ঠিকঠাক অবস্থানে বসবাস করলে ওকাজ করাই বিধেয়। প্রমথ চৌধুরী এক সময়ে শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়, কিন্তু রোগ সংক্রামক। দুর্নীতি সম্পর্কে অবশ্য তিনি কিছু বলেননি। আমাদের ধারণা এও সংক্রামক। মহামারীও বলা যায়। তবে শিক্ষাটিক্ষার মত এতে কোনো জটিলতা নেই একথা ঠিক। পৌনঃপুনিক অনুশীলনে ও কাজটা মোটামুটি সহজ সরলই হয়ে গেছে। কিছুদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। এসব খবরে এখন আর কেউ গা করে না। দুর্নীতি হবে না—এমন অবাস্তব প্রত্যাশাই কেউ করে না কারও কাছে।

বোর্ডের বই সম্পর্কে আরও একটা প্রণিধানযোগ্য খবর পাওয়া গেছে। বিনামূল্যে বিতরণ করবার জন্য কিছু বই নাকি সের দরে এখন মুদীর দোকানে বিক্রি হচ্ছে। এভাবে এসব বইয়ের আরও একটি উপযোগিতা টের পাওয়া গেছে। এসব বই পড়তে কেমন তা যারা পড়েন এবং যারা পড়ান তারা জানেন। অনেক পড়ুয়ার অভিভাবকও কিছু কিছু খোঁজ খবর রাখেন। বাকীরা জানবার সুযোগ তেমন পান না। তবে দোকানে বিক্রি করা বইয়ে ঠোঙ্গা তৈরি হলে এর উপকারিতা সম্পর্কে কারও মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না। ঠোঙ্গা সত্যিই বড় প্রয়োজনীয় জিনিস। না থাকলে বাজার সদাই নিয়ে মহাঝামেলায় পড়তে হয়।

আমাদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ আছে—বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু বেসাত প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক কিছুই জুটতে পারে শিক্ষার বদৌলতে। সবাই সব পারে না। যিনি পারেন তিনিই পান। কৃতী মানুষের জয়জয়কার সর্বত্র। এইসব পারা না-পারার সহস্র ঝুট ঝামেলার মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা কিন্তু ঠিক এগিয়ে চলবে। দুলকি চালে। শিক্ষার হার ছাব্বিশ থেকে সাতাশ হবে। সাতাশ থেকে আটাশ। কেউ রুখতে পারবে না।